তারিখ ... 31 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

গোলটেবিলে বক্তারা

অর্থাভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা হয় না

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

বাংলাদেশে গবেষণা খাত অবহেলিত। শিক্ষা ও গবেষণা খাত গুরুত্ব পেলে দেশ অনেক এগিয়ে যেত। শিল্পায়ন দ্রুততর এবং এর ভিত্তি মজবুত করতে হলে গবেষণা দরকার। আর গবেষণার পীঠস্থান হলো বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু অর্থাভাবে এবং প্রায়োগিক সাফল্য যাচাইয়ের সুযোগের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা আঁলোর মুখ দেখছে না। দেশের স্বার্থে গবেষণা কাজে অর্থ বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'শিল্প গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব : বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প প্রতিষ্ঠান যৌথ গবেষণা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদরা এসব অভিমত ব্যক্ত করেন। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'চিন্তার চাষ' এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে এতে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ আই মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এমএম আকাশ, প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. হাসিনা খান ও অধ্যাপক ড. জেবা আই সিরাজ, বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের (বিজেএমসি) পরিচালক (গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণ) বাবুল চন্দ্র রায়, চিন্তার চাষ-এর চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ শফিকুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চের পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

অর্থাভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

বিভাগের অধ্যাপক ড. শফিক উজ জামান। মূল্য প্রবন্ধে বলা হয়, দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা তথা অর্থনীতির চাকা জীবন্ত রাখতে সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমাগত আধুনিকায়ন এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হলে শুধু সাধারণ শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়, প্রয়োজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর কারিগরি শিক্ষা।

সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশে মোট বাজেটের শূন্য দশমিক ২ শতাংশ টাকা গবেষণা খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। যা ভালো গবেষণার জন্য অপ্রতুল। গবেষণা মানুষের চিন্তাধারাকে মুক্ত করতে সাহায্য করে। এর সবচেয়ে বড় অবদান মানুষের মধ্যের ধূম্রজাল ও কুসংস্কার দূর করে।

সভায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোয়াজ্জেম হোসেন খান বলেন, বিদেশিরা গবেষণার অর্থায়ন নিয়ে কখনোই চিন্তা করে না, অর্থায়ন নিয়ে সমস্যা শুধু আমাদের দেশে। আশির দশকে আমলারা আমাদের দেশের গবেষণাকে শূন্য করে দিয়েছেন।

আমলাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনারা কেন গবেষণার জন্য সরকারি অর্থায়ন করেন না। বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কি আপনাদের শত্রু? দেশের উন্নয়নের জন্য প্রথমে গবেষণার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হবে। বড় কিছু একা করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে সবার উদ্যোগ নিতে হবে।